মেহেরপুরের দুটি ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুরের ৫ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে এ দুই ওয়ার্ডে পৃথকভাবে এ প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৫ নম্বর ওয়ার্ডে পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্রচারণায় অংশ নেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। এ সময় জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শিমুল বিশ্বাসসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, ২ নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর ছাত্রদলের সভাপতি তৌফিক এলাহী, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদসহ বিএনপি ও ওয়ার্ড পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

প্রচারণাকালে নেতাকর্মীরা ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন।

প্রতিশ্রুতিগুলো কাগজেই রয়ে গেছে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মেহেরপুর-মুজিবনগরে আবারও শোনা যাচ্ছে পরিচিত সব প্রতিশ্রুতি, চাকরি, শিল্পায়ন,

কর্মসংস্থান ও আধুনিক উন্নয়ন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, গত দেড় যুগে এই এলাকার বাস্তবতায় কী বদলেছে, আর কোন প্রতিশ্রুতিগুলো কাগজেই রয়ে গেছে? সরেজমিন বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মেহেরপুর ও মুজিবনগরে দৃশ্যমান উন্নয়ন প্রধানত অবকাঠামোকেন্দ্রিক। সড়ক, ভবন, প্রশাসনিক স্থাপনা ও স্মৃ়সৌধ উন্নয়নের কাজ হয়েছে।

তবে এসব উন্নয়ন স্থানীয় মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানে কতটা প্রভাব ফেলেছে- সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। নির্বাচনী ইশতেহার ও সভা-সমাবেশে বারবার শিল্পায়নের কথা বলা হলেও বাস্তবে বড় কোনো শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। ফলে শিক্ষিত যুবকদের জন্য বেসরকারি চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা কিছু ছোট ব্যবসা ও দোকান কর্মসংস্থানের সামান্য সুযোগ তৈরি করলেও তা ক্রমবর্ধমান কর্মপ্রত্যাশীদের তুলনায় নগণ্য।

মেহেরপুরের প্রগতিশীল মানুষ মাহবুবুল হক মন্টু বলেন, মেহেরপুরে বিভিন্ন সময়ে রেল লাইন, কৃষি গবেষণা ও কৃষি ইন্সটিটিউট, ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কোল্ড স্টোরেজ বা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতির কথা ছিল। কিন্তু পরিকল্পনার অভাব ও উদ্যোগহীনতায় তা হয়নি। অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বাইরের ঠিকাদার ও শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কাজের সুযোগ তৈরি হয় না। কাজ শেষ হলে কর্মসংস্থানও শেষ হয়ে যায়। মানুষ এবার যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের কথা বলছেন।

মুজিবনগরের দিনমজুর রমজান আলী বলেন, রাস্তা বানানোর সময় কয়েক মাস কাজ পাই, তারপর আবার বেকার। এতে বোঝা যায়, উন্নয়ন প্রকল্পগুলো কর্মসংস্থানমুখী না হওয়ায় স্থায়ী আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না।

নারী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বাস্তবতা হতাশাজনক। সরকারি প্রশিক্ষণ বা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়। অধিকাংশ নারী এখনো ঘরকেন্দ্রিক অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমেই সীমাবদ্ধ। সমাজকর্মী তৃপ্তি কনা বিশ্বাসের ভাষায়, নারীদের জন্য আলাদা শিল্প এলাকা, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগ ছাড়া টেকসই পরিবর্তন আসবে না। এবারও যারা এসব পরিবর্তণের প্রতিশ্রুতি দেবেন তাদেরকেই চাচ্ছি।

মানবাধিকারকর্মী দিলারা জাহান বলেন, নারীর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ছাড়া উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে

যাবে।

এছাড়া সংখ্যালঘু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও অধিকার নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। এই মানবাধিকার কর্মীর মতে, নির্বাচনের সময় সবাই সমতার কথা বললেও বাস্তবে বৈষম্য থেকেই যাচ্ছে। আমরা নারীদের উৎসাহ যোগাচ্ছি যারা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করবেন তাদেরকে ভোট প্রদানের জন্য।

মুজিবনগরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও পর্যটন ও গবেষণাভিত্তিক কর্মসংস্থান গড়ে ওঠেনি। স্মৃতিসৌধকেন্দ্রিক আয়োজন বছরে নির্দিষ্ট কিছু দিনে সীমাবদ্ধ। নিয়মিত পর্যটন অর্থনীতি গড়ে না ওঠায় স্থানীয় ব্যবসা ও কর্মসংস্থানও স্থায়ী রূপ পায়নি। এই বাস্তবতার আলোকে ভোটারদের প্রশ্ন বদলেছে। তারা জানতে চাইছেন— আগের প্রতিশ্রুতি কেন বাস্তবায়িত হয়নি, নতুন প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপরেখা কী এবং কোন সময়ে কত কর্মসংস্থান হবে। মুজিবনগরের ভোটারদের কাছে এবারের নির্বাচন তাই আবেগের নয়, জবাবদিহিতা ও সক্ষমতার পরীক্ষা। ইতিহাসের গৌরব নয়, তারা এখন চাইছে বাস্তব জীবনের নিরাপত্তা, কাজ, আয় ও সম্মানের নিশ্চয়তা।

মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে প্রতিদিনের ধারাবাহিক ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরের ১নং ওয়ার্ডে গতকাল রবিবার ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিকসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

বারি সরিষা-২০ উৎপাদনে মেহেরপুরে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মেহেরপুরে বারি সরিষা-২০ এর উৎপাদন কর্মসূচির ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (০১ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে সদর উপজেলার বাড়াদি এলাকায় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিজস্ব গবেষণা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট মেহেরপুরের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মেহেরপুরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সনজীব মৃধা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাড়াদি বিএডিসির ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামারের উপ-পরিচালক মির্জা শফিকুল ইসলাম, কৃষি বিজ্ঞানী ড. জাহাঙ্গীর হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এ সময় প্রায় ৫০ জন কৃষক-কৃষাণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং বারি সরিষা-২০ এর চাষ পদ্ধতি ও সুফল সম্পর্কে ধারণা নেন।

বক্তারা বলেন, বারি সরিষা-২০ একটি লাভজনক চান্স ফসল। একই জমিতে

দুইবার ধান চাষের মধ্যবর্তী সময়ে মাত্র ৮৫ দিনে এ সরিষা চাষ করা সম্ভব। এতে বিঘা প্রতি অন্তত ৬-৭ মণ ফলন পাওয়া যায়। সরিষা চাষে খরচ খুবই কম মাত্র ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা। খরচ বাদ দিয়ে চান্স ফসল হিসেবেই একজন চাষি ২০ থেকে ২২ হাজার টাকা লাভ করতে পারেন।

বর্তমানে নিয়মিত বারি সরিষা-১৪ চাষের কারণে রোগবালাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন আগের তুলনায় কমে যাচ্ছে। তাই চাষিদের লাভজনক বিকল্প হিসেবে বারি সরিষা-২০ চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে ছাত্রদলের ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের নেতৃত্বে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে গণসংযোগ ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার বিকাল ৪টার দিকে সদর উপজেলার আমঝুপি এলাকায় এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়। গণসংযোগকালে নেতাকর্মীরা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট প্রদানের জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শফিকুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শেখ রাশেদুল ইসলাম রাজন, দপ্তর সম্পাদক লিজন আহম্মেদ, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহিসহ সদর উপজেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ফজলে রাব্বী।

মেহেরপুর বিসিকের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় ৮ শ্রমিক আহত, ৫ জন গুরুতর

আজ রবিবার সকালে যতারপুর এলাকা থেকে কয়েকজন শ্রমিক আলগামনে কাজের উদ্দেশ্যে গোপালপুরের দিকে রওনা দেন। এ সময় মেহেরপুরের বিসিক শিল্পনগরীর সামনে মেহেরপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া গোল্ডেন লাইন পরিবহন পেছন থেকে তাদের বহনকারী আলগামনে ধাক্কা দেয় হেল্পার ও সুপারভাইজার পালিয়ে যায়।

এ দুর্ঘটনায় ৮ জন শ্রমিক আহত হন। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শর্য্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

বর্তমানে আহত সকলেই মেহেরপুর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গুরুতর আহতদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

এ দুর্ঘটনার গোল্ডেন লাইন পরিবহন সেনাবাহিনীর আটক করে রেখেছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

গাংনীতে চাঁদার দাবিতে বোমা সাদৃশ্য বস্তু রেখে প্রবাসীর

পরিবারকে হুমকি

মেহেরপুরের গাংনীতে দেড় লক্ষ টাকা চাঁদার দাবিতে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু রেখে প্রবাসীর পরিবারকে হুমকি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ রোববার সকালে কাথুলী ইউনিয়নের সহগোলপুর গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসী মিঠুনের বাড়ির পাশ থেকে বোমা সাদৃশ্য দুটি বস্তু ও চাঁদা দাবির চিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রবাসী মিঠুন সহগোলপুর গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে। এ ঘটনায় মিঠুনের পরিবারসহ এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে,শ্রদ্ধেয় মামা সালাম নিবেন আশা করি ভালোই আছেন বিল্ডিং অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক টাকা খরচ তাইনা ? এলাকার বড় ভাইদের মিষ্টি দিলেন না তাই আমরা সোশাল মিষ্টি পাঠালাম আমাদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য এই নাম্বার ০১৯৩৬-০২৪২৫৩ নগত ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিবেন, না দিলে ছেলে ও বিল্ডিং দুইটায় হারাবেন। নগত বা বিকাশে টাকা না দিতে পারেন তাহলে নারগিসের বাথরুমের পিছনে ২টা ৪৮ মিনিটের সময় রেখে আসবেন।

সিঙ্গাপুর প্রবাসী মিঠুনের চাচাতো ভাই নাজমুল জানান, তাদের নির্মানাধীন বাড়ির পাশে একটি মিষ্টির প্যাকেটে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি সদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। চিরকুটে দেড়লাখ টাকা মিষ্টি খাওয়ার জন্য দাবি করেছে। স্থানীয় মুসল্লীরা সকালে প্যাকেট দেখতে পেয়ে আমাদের খবর দেয় পরে বিষয়টি পুলিশকে অবগত করলে তারা চিরকুট ও বোমা সাদৃশ্য বস্তু নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাস বলেন, ভয়ভীতি দেখানোর জন্য বোমা সদৃশ্য বস্তু রাখতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। এটি নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আকবর আলীকে গার্ড অব অনার ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আকবর আলী মন্ডলকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে গহরপুরে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। এর আগে জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত মরহুমের মরদেহে জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে পৃথকভাবে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম এবং সেনাবাহিনীর পক্ষে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মারুফ পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এসময় সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল মরহুমের মরদেহে গার্ড অব অনার প্রদান করে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন মারুফ সালাম গ্রহণ করেন। এর আগে পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে, যেখানে রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। এ সময় বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের আনুষ্ঠানিকতা শেষে জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এ সময় জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল শনিবার ভোরে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আকবর আলী মন্ডল ইন্তেকাল করেন। আগের দিন তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, দুই মেয়ে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড

মেহেরপুরে পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ৯টায় মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে অফিসার ও ফোর্সদের অংশগ্রহণে এ মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

মাস্টার প্যারেডে কুচকাওয়াজ, অভিবাদন গ্রহণ ও প্যারেড পরিদর্শন করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। এসময় তিনি প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ও ফোর্সদের টার্নআউটের ওপর ভিত্তি করে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন।

প্যারেড পরিদর্শন শেষে পুলিশ সুপার অফিসার ও ফোর্সদের উদ্দেশ্যে উত্তম পোশাক পরিধান, নিয়মিত প্যারেড অনুশীলন, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা এবং জনসাধারণের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণসহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

প্যারেড কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক।

অনুষ্ঠানে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসার ও ফোর্স সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থী

তাজউদ্দিন খানের নির্বাচনী

প্রচারণা

মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়নের গোপালপুর ও রামনগর গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী এবং জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দিন খানের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় নেতৃত্ব দেন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহাবুবুল আলম।

গতকাল শনিবার বাদ মাগরিব ঝাউবাড়িয়া গ্রামে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম (মাস্টার), শ্যামপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মফিজুর রহমানসহ ১১ দলীয় ঐক্যজোটের নেতা-কর্মীবৃন্দ।

জনসভার আগে বাদ আসর থেকে গোপালপুর ও রামনগর গ্রামের প্রধান সড়কগুলোতে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হয়। প্রচারণা শেষে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশের আয়োজন করা হয়, যেখানে স্থানীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন।

জনসভায় বক্তারা বলেন, “ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনই আমাদের মূল লক্ষ্য। দল-মত নির্বিশেষে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে আমরা এ দেশ গড়তে চাই। আমরা দুর্নীতিমুক্ত রাখবো এ দেশকে, আর দুর্নীতিমুক্ত থাকবো আমরা নিজেরা। জনগণের বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রতিদান আমরা সততা ও সেবার মাধ্যমে দিতে চাই।”

এই প্রচারণায় স্থানীয় জনগণের উৎসাহমূলক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। প্রচারণায় অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা জানান, মাওলানা তাজউদ্দিন খানের নেতৃত্বে এলাকায় জামায়াতের প্রতি সমর্থন বাড়ছে।